দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ 19 OCT 2016
পৃষ্ঠা 6

## বই ছাপানোর হালনাগাদ তথ্য নেই এনসিটিবিতে

# কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি

শিক্ষা ক্ষেত্রে সরকারের সফলতা থাকলেও এবার সঠিক সময়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে নির্ভুল তথ্যে পাঠ্যবই পাওয়া নিয়ে হতাশা দেখে দিয়েছে। এখন পর্যন্ত বই ছাপানোর হালনাগাদ তথ্য নেই জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডে (এনসিটিবি)। ফলে যথাসময়ে বিনামূল্যের পাঠ্যপুস্তক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পৌছাতে এনসিটিবি কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। এটি খুবই দুঃখজনক।

আমাদের সময় সংবাদসূত্রে জানা গেছে, আগামী ২০১৭ শিক্ষাবর্ষে ৩৬ কোটি ১২ লাখ পাঠ্যবই প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ করা হবে। এসব বই ছাপানো ও স্কুলে পৌছাতে ডেডলাইন ধরা হয়েছে আগামী ২০ ডিসেম্বর। কিন্তু অক্টোবরের ১৫ দিন ও পুরো নভেম্বর মাসের সঙ্গে ২০ দিনসহ মোট ৬৫ দিন বাকি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বই পৌছানোর। বিশাল এই মুদ্রণ কর্মযজ্ঞের হালনাগদ পরিসংখ্যান নেই দায়িত্বশীল কর্মকর্তাদের কাছে। প্রশ্ন হলো, এতদিনেও কেন হালনাগাদ পরিসংখ্যান তৈরি হয়নি? এভাবে দায়িত্বহীনতার মধ্যে থাকলে কোনোভাবেই যথাসময়ে বই ছাপা সম্ভব হবে না। ১ জানুয়ারি উৎসব করে শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেওয়া যাবে না বই। বছরের শেষদিকে এসে তাড়াহুড়ার জন্য প্রায় প্রতিবছরই পাঠ্যবইয়ে ভুল ধরা পড়ছে। এটি কখনো কাম্য হতে পারে না।

শিক্ষার্থীদের হাতে সময়মতো পাঠ্যবই পৌছে দেওয়ার দায়িত্বভার যেহেতু এনসিটিবির কাছে ন্যস্ত, সেহেতু এ ব্যাপারে তাদের দায়িত্বশীল হওয়া উচিত। সময়মতো পাঠ্যপুস্তক তুলে দেওয়ার ব্যাপারে যে আশঙ্কা সৃষ্টি হয়েছে, তা দূর করার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে সরকার দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেবে– এটিই সবার প্রত্যাশা।